দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 3 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2

গণশিক্ষা ও স্যাটেলাইট স্কুল কর্মসূচী শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করবে ঃ জমিরউদ্দিন সরকার

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার আগামী ২০০০ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার আগামী ২০০০ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা ও স্যাটেলাইট স্কুল কর্মসূচী গ্রামীণ জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের আন্তরিক ও সচেতন হতে হবে। তিনি সরকারী কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য বেসরকারী সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ ও এগুলোর কর্মতৎপরতার নিয়মিত মূল্যায়ন ও পরিদর্শনের ওপর জোর দেন।

শিক্ষামন্ত্রী সোমবার ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দু'দিনব্যাপী 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষার সমস্যা ও প্রতিকার' শীর্ষক সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্বে করছিলেন। এতে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এম, মোকাম্মেল হক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ, সাবেক কেবিনেট সচিব এম মুজিবুল হক ও শিক্ষাবিদ ডঃ আবদুল্লাহ আল-মূতী শরফুদ্দিন বক্তৃতা করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ৮৪ জন শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারক অংশ নেন। খবর তথ্য বিবরণী'র।

কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ বলেন, সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচীকে বাস্তবায়নমুখী ও ফলপ্রসূ করে তোলার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

এম মোকাম্মেল হক বলেন, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি না পেলে কোন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে দেশের উন্নতি হবে না। তিনি শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দেন।

এম, মুজিবুল হক বলেন, মৌলিক শিক্ষা আন্তর্জাতিক মান ও সংজ্ঞাকে আমাদের দেশে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তিনি এন, জি, ও গুলোর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তৎপরতার তদারকি ও মূল্যায়নের ওপর জোর দেন।

ডঃ আল-মূতী শরফুদ্দিন বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার একটা সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণ এবং সরকারী কর্মসূচীতে দেশের আপামর জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে।